গ. উপমা যুক্তি (Argument by Analogy)

প্রকৃত আরোহ অনুমানের সবচেয়ে প্রচলিত বিভাগ হল উপমা অনুমান। 'উপমা' (Analogy) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'সাদৃশ্য' বা 'মিল' (Similarity)। কী সাহিত্য, কী যুক্তি, কী দৈনন্দিন জীবনে সব ক্ষেত্রেই উপমা শব্দটি 'সাদৃশ্য' অর্থ বোঝায়। চাঁদের মতো মুখ, মেঘের মতো কেশ, মরালের মতো গ্রীবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে দুটো জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হয় তাদের মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির সাদৃশ্য দেখে। কোনো বর্ণনাকে প্রাণবন্ত করার জন্য উপমার সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু যুক্তিতে উপমা একটু ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়। দুটো বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখে অন্য বিষয়েও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে—এমন সিদ্ধান্ত উপমা অনুমানে করা হয়। যেমন ধরা যাক—সুস্মিতা আর ঐশ্বর্য দুজনেরই একই উচ্চতা, একই শরীরের গঠন, দুজনেই বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে, দুজনেই সিনেমায় নেমেছে। দুজনেই পুনে ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউটে কোর্স করেছে, অতএব এই বছর সুস্মিতা যদি ছবি পরিচালনার কাজে নামে তাহলে ঐশ্বর্যও ছবি পরিচালনার কাজে নামবে।

এখানে দুজন ব্যক্তির সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে, একজনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি গুণ দেখে অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেই গুণ অনুমান করা হল। যেহেতু এখানে সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি হল উভয়ের সাদৃশ্য বা উপমা, সেইজন্য অনুমানটিকে উপমা অনুমান বা সাদৃশ্যমূলক অনুমান (Analogical argument) বলা হয়। সাদৃশ্য যে শুধু দুটি ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে হবে এর কোনো মানে নেই। বস্তুর মধ্যেও থাকতে পারে। আবার সাদৃশ্য শুধু দুটি বিষয়ের মধ্যেই থাকে তা নয়, দুই-এর অধিক বিষয়ের মধ্যেও থাকতে পারে। যেমন—নদী, পুকুর, খাল, বিল, ডোবা সব জলাশয়েই মাছ, সাপ, শ্যাওলা থাকে। দেখা গেছে নদী, পুকুর এবং বিলে কাঁকড়াও থাকে। সুতরাং ডোবাতেও নিশ্চয় কাঁকড়া থাকবে। এরূপ উপমা যুক্তিকে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হয়—

A B C D-র মধ্যে PQ এবং R ধর্ম আছে।

জানা গেছে যে, ABC-র মধ্যে S ধর্মটিও আছে।

∴ D-র মধ্যেও S ধর্মটিও থাকবে।

এখানে A B C D হল বিভিন্ন বস্তু। P Q R হল ধর্ম যেদিক দিয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। তবে দৃষ্টান্তের সংখ্যা কটি হবে, এবং তাদের মধ্যে কটি দিক থেকে সাদৃশ্য থাকবে, তার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্তের মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য থাকতে পারে। আবার অনেকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যেও কয়েকটি সাদৃশ্য থাকতে পারে। এইসব দিক বিচার করলে বিভিন্ন আকারের উপমাযুক্তি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

(1) A, B, C, D-র মধ্যে C ধর্ম আছে।
A B C-র মধ্যে O ধর্ম আছে।
∴ D-র মধ্যেও O ধর্ম আছে।

[এখানে দৃষ্টান্তের সংখ্যা বেশি, সাদৃশ্যের সংখ্যা কম।]

(2) A ও B-র মধ্যে C, D, E এবং F ধর্ম আছে।
A-র মধ্যে G নামক গুণটি আছে।
∴ B-র মধ্যেও G নামক গুণটি থাকবে।
[এখানে দৃষ্টান্তের সংখ্যা কম, সাদৃশ্যের সংখ্যা বেশি।]

(3) A ও B-র মধ্যে P ধর্মটি আছে।
A-র মধ্যে G নামক অতিরিক্ত ধর্ম পাওয়া গেছে।
∴ B-র মধ্যেও অতিরিক্ত G ধর্ম পাওয়া যাবে।
[এখানে একটিমাত্র সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে।]

আবার এ আকারের উপমাযুক্তিও দেখতে পাওয়া যায়—

(4) A B C D-র মধ্যে P ধর্ম আছে।
A-র মধ্যে আবার C ধর্ম আছে।
∴ B C D-র মধ্যেও C ধর্ম আছে।

[এখানে একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে এবং দৃষ্টান্তগুলির একটির মধ্যে অতিরিক্ত একটি গুণ দেখে অপর তিনটির সম্পর্কে সেই ধর্ম অনুমান করা হল। তবে এরকম উপমা যুক্তির সংখ্যা খুব কম।]

দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তের ভিত্তি হল দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে সাদৃশ্য। তাই এই যুক্তিগুলিকে সাদৃশ্যমূলক যুক্তি বা উপমা যুক্তি বলা হয়েছে। উপমা যুক্তিও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। আপাতদৃষ্টিতে অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান (অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমান) ও সাদৃশ্যমূলক অনুমান (উপমা অনুমান) এক হলেও এদের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে।

উপমা যুক্তি মূল্যায়নের মানদণ্ড

১. উপমা যুক্তিতে **হেতু দৃষ্টান্তের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা তত বৃদ্ধি পাবে।** এটিকে নিয়ম না বলে আমাদের সাধারণ জ্ঞানও বলা যেতে পারে। ধরা যাক্, আমি দুটো বুল টেরিয়ার কুকুরকে রাগী দেখে বন্ধুর বাড়িতে তৃতীয় বুল টেরিয়ারটিকে দেখে সিদ্ধান্ত করলাম—'এটিও রাগী। আমার সহকর্মী দশটা বুল টেরিয়ারকে রাগী হতে দেখে এগারো নম্বরের বুল টেরিয়ারকে দেখে সিদ্ধান্ত কবল 'এটিও রাগী'। তাহলে আমার যুক্তির সিদ্ধান্ত থেকে আমার সহকর্মীর যুক্তির সিদ্ধান্ত অনেক বেশি সম্ভাব্য যেহেতু আমি মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত দেখে সিদ্ধান্ত করেছি আর সে দশটি দৃষ্টান্ত দেখে সিদ্ধান্ত করেছে। এর ফলে আমার সহকর্মীর হেতুবাক্যে কথিত দৃষ্টান্তের সংখ্যা বা হেতু দৃষ্টান্তের সংখ্যা আমার হেতু দৃষ্টান্তের সংখ্যা থেকে বেশি বলে তার সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা আমার সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা থেকে অনেক বেশি। সুতরাং এই উদাহরণ থেকে বোঝানো গেল উপমা যুক্তিতে হেতুবাক্য

হিসাবে যত দৃষ্টান্ত বেশি নেওয়া হবে অর্থাৎ হেতুদৃষ্টান্তের সংখ্যা যত বেশি হবে, সিদ্ধান্তও তত বেশি সম্ভাব্য হবে।

২. **হেতু দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যত পারস্পরিক পার্থক্য থাকবে, সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা তত বেশি হবে।** আগেই বলা হল, যত বেশি দৃষ্টান্ত হেতুবাক্যে নেওয়া হবে তত বেশি সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা। কিন্তু দৃষ্টান্তগুলো যদি একই ধরনের হয় তাহলে সিদ্ধান্তে যে সম্ভাব্যতা পাওয়া যাবে তার থেকে যদি সেই একই সংখ্যক দৃষ্টান্তই বিভিন্ন ধরনের দেওয়া হয় তাহলে সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি হবে। এই বিভিন্ন ধরনকে বলা হয়েছে পারস্পরিক পার্থক্য বা ব্যক্তিগত বৈসাদৃশ্য।

ধরা যাক্, আমি দশখানা হাওয়াই চটিকে ব্যবহার করে তাড়াতাড়ি ছিঁড়তে দেখে ১১নং চটির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করলাম 'এই হাওয়াই চটিও বেশিদিন টিকবে না।' এই একই সংখ্যক হেতু দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে (অর্থাৎ দশটা হাওয়াই চটি দেখেই) আমি আরও বেশি জোরালো সিদ্ধান্ত করতে পারতাম যদি ওই দশটি চটি বিভিন্ন কোম্পানীর ব্যবহার করতাম। এমন হতে পারে আমি যে চটিগুলি ব্যবহার করেছি সেগুলি সবই 'পামভয়' কোম্পানীর চপ্পল। যদি এমন হত আমি যে চটিগুলি ব্যবহার করেছি সেগুলি বাটার চটি, খাদিমের চটি, অজন্তার চটি, রাদুর চটি, নাইকের চটি এবং পামভয়ের চটি—ইত্যাদি বিভিন্ন কোম্পানীর চটি, তাহলে আমার ১১নং চটির ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত 'এটিও টিকবে না'—সেটা অনেক বেশি জোরালো হত একই কোম্পানীর দশটি চটিকে দেখে সিদ্ধান্ত করার থেকে।

অর্থাৎ ভালো করে বুঝতে হবে, হেতু দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে—সাদৃশ্যের সংখ্যা যত কম হবে তার মানে বৈসাদৃশ্য যত বেশি হবে তত সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা কম। কিন্তু হেতু দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত বৈসাদৃশ্য যত বেশি হতে থাকে অর্থাৎ পারস্পরিক পার্থক্য যত বেশি হবে, আরও সহজভাবে দৃষ্টান্তগুলি যত বিভিন্ন ধরনের, সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা তত বেশি।

৩. **হেতু দৃষ্টান্তের সঙ্গে সাধ্য দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য যত বেশি হবে, সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাবে।** (এর অর্থ হেতুবাক্যে নেওয়া যে দৃষ্টান্ত তার সঙ্গে সিদ্ধান্তে নেওয়া যে দৃষ্টান্ত, এই দুই প্রকার দৃষ্টান্তের মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য যত বাড়ানো যাবে, সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বেড়ে যাবে।)

ধরা যাক্, প্রতিমা দর্শনে অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। এখন ফতেমাও যদি দর্শনে অনার্স পড়ে বলে সিদ্ধান্ত করে যে সেও ফার্স্ট ক্লাস পাবে, তাহলে তার সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা অনেক কম। সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা বাড়বে যদি প্রতিমার সাথে ফতেমার অন্যান্য দিকের মিলগুলোও দেখা হয়, যেমন—প্রতিমা ও ফতেমা একই কলেজে পড়ে, একই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে, একই সময় ধরে পড়ে ইত্যাদি। অর্থাৎ হেতুবাক্যে যে দৃষ্টান্ত নেওয়া হবে আর সাধ্যবাক্যে অর্থাৎ সিদ্ধান্তে যে দৃষ্টান্ত নেওয়া হবে—এই দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মিল থাকতে হবে। আর এই দৃষ্টান্তগত মিল যত বেশি, সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা তত বেশি। আলোচ্য উদাহরণে প্রতিমা হল হেতুবাক্যের দৃষ্টান্ত আর ফতেমা হল সাধ্যবাক্যের দৃষ্টান্ত। প্রতিমা ও ফতেমার মধ্যে যত বেশি সাদৃশ্য দেখানো যাবে, ফতেমা বিষয়ক সিদ্ধান্তেও তত বেশি সম্ভাব্যতা পাওয়া যাবে।

৪. **হেতু দৃষ্টান্তে হেতুধর্মগুলির মধ্যে যত সাদৃশ্য বেশি হবে সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাবে।** এ নিয়মটি কিন্তু আগের নিয়মটির মতো এক রকম শোনালেও আলাদা। আগের নিয়মে বলা হয়েছে হেতুবাক্যের দৃষ্টান্ত (হেতু দৃষ্টান্ত) আর সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তের মধ্যে মিল বেশি থাকতে হবে। আর এই নিয়মে বলা হচ্ছে শুধু হেতুবাক্যের দৃষ্টান্তের মধ্যেই সাদৃশ্যের বিষয়গুলির মধ্যে মিল বেশি থাকতে হবে।

ধরা যাক্—সেলিনা এবং এলিনা দুজনেই ভারতীয় সুন্দরী, দুজনেই পরপর দু-বছর সুন্দরী

প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। সুতরাং সেলিনা যদি এবছর বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় তাহলে এলিনাও সামনের বছর বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম হবে। এই ধরনের যুক্তিতে সেলিনা এবং এলিনার মধ্যে মাত্র দুটি বিষয়ের সাদৃশ্য দেখা হয়েছে। যদি আরও অনেক বেশি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা হত যেমন—তারা দুজনেই একই জায়গায় মডেলিং-এর কোর্স করেছে, তারা দুজনেই একই জায়গায় ফ্যাসন টেকনোলজি পড়েছে, একই ডিজাইনের পোশাক পড়েছে আবার একই বিউটি কনটেস্টে নাম দিয়েছে, দুজনের বুদ্ধির ধার একই ইত্যাদি,—তাহলে এখানে সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেত।

৫. **হেতুধর্মের থেকে সাধ্যধর্ম যত লঘুতর হবে সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাবে।** হেতুবাক্যের দৃষ্টান্তের মধ্যে বা হেতুদৃষ্টান্তের মধ্যে যে গুণের কথা বলা হয় তা হেতুধর্ম। আর সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তের মধ্যে বা সাধ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে যে গুণের কথা বলা হয় তা সাধ্যধর্ম। এখন এই হেতুদৃষ্টান্তের যে ধর্মগুলি (হেতুধর্ম) তার থেকে সাধ্য দৃষ্টান্তের ধর্মগুলি (সাধ্যধর্ম) অপেক্ষাকৃতভাবে যত কম মাত্রায় রাখা যাবে সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা তত বৃদ্ধি পাবে। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

ধরা যাক্, সমীর যে মডেলের গাড়ি যে দোকান থেকে যে বছরে যে দাম দিয়ে কিনেছে, সুদীপ একই মডেলের গাড়ি একই দোকান থেকে, সেই বছরেই, সেই দাম দিয়েই কিনেছে। এখন উভয় গাড়ির মধ্যে এতগুলো বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে সুদীপ যদি সিদ্ধান্ত করে যে সমীরের গাড়ি যদি ঘণ্টায় ১৫ মাইল যায়, সুদীপের গাড়িও ঘণ্টায় ১৫ মাইল যাবে, তাহলে তার সিদ্ধান্তর সম্ভাব্যতার মাত্রা ততটা বেশি হবে না যতটা বেশি হবে যদি সে এমন সিদ্ধান্ত করত—তার গাড়ি ঘণ্টায় অন্তত ১২ মাইল যাবে।

আবার যদি সে আরও কম মাত্রায় সাধ্য ধর্মটিকে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের ধর্মকে রাখে যেমন—তার গাড়ি ঘণ্টায় অন্তত ১০ মাইল তো যাবেই—(যদি একই রকম সমীরের গাড়ি ঘণ্টায় ১৫ মাইল যায়), তাহলে তার সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেত। এইভাবে দেখা যাচ্ছে দুটি বিষয়ে সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে হেতুবাক্যে যে ধর্মটির কথা বলা হয়, তার থেকে সিদ্ধান্তে যে ধর্মটিকে আরোপ করা হয়, সেটিকে হেতু ধর্মের থেকে যত লঘুতর করা হবে অর্থাৎ যত কম মাত্রায় রাখা যাবে, সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা ততই বাড়তে থাকবে।

আর একটি উদাহরণ—ধরা যাক সুভাষবাবু এবং বিমানবাবু দুজনেই সক্রিয় রাজনীতি করেন, দুজনের বয়স একই, দুজনেরই জনতার কাছে একইরকম খ্যাতি, দুজনেরই পারিবারিক কাঠামো প্রায় একরকম ইত্যাদি। এইসব সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে ধরা যাক একজন পার্টি সমর্থক অনুমান করল বিমানবাবু যদি সল্টলেকে চারতলা বাড়ি করেন তাহলে সুভাষবাবুও সল্টলেকে চারতলা বাড়ি করবেন। এবার দ্বিতীয় এক সমর্থক ঐ একই হেতুবাক্য থেকে (অর্থাৎ বিমানবাবু যদি সল্টলেকে চারতলা বাড়ি করেন) সিদ্ধান্ত করে যে সুভাষবাবু অন্তত তিনতলা বাড়ি করবেনই, তাহলে দ্বিতীয়জনের সিদ্ধান্ত প্রথমজনের সিদ্ধান্ত থেকে অনেক বেশি জোরালো। আবার তৃতীয় সমর্থক যদি সিদ্ধান্ত করে—অন্তত দোতলা বাড়ি তো করবেনই, তাহলে সিদ্ধান্ত আরও বেশি সম্ভাব্য।

৬. **দৃষ্টান্তে বিষয়গুলির সাদৃশ্য যত প্রাসঙ্গিক, সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বেশি।** উপমা যুক্তিতে সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গঠন করা হয়। আমরা দেখেছি এই সাদৃশ্যের সংখ্যা যত বেশি হয় সিদ্ধান্ত তত বেশি সম্ভাব্য হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যে কোনো সাদৃশ্যই থাকুক না কেন, তার সংখ্যা বাড়ালেই সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা বেড়ে যাবে। সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা নির্ভর করে সাদৃশ্যের সংখ্যার থেকেও সাদৃশ্যের গুরুত্বের ওপর, অর্থাৎ সাদৃশ্যগুলি কতখানি প্রাসঙ্গিক তার ওপর। 'প্রাসঙ্গিক' কথার অর্থ আলোচ্য সিদ্ধান্তের পক্ষে কতখানি অনুকূল বা নির্ভরযোগ্য। সাদৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতার ওপর সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা নির্ভর করে। উপমা যুক্তিতে সাদৃশ্যের বিষয়গুলি যত বেশি প্রাসঙ্গিক হবে, সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বেশি হবে।

ধরা যাক্, দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য কিন্তু সাদৃশ্যগুলি অপ্রাসঙ্গিক—তাহলে সিদ্ধান্ত খুবই কম সম্ভাব্য। আর দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে কম বিষয়ে সাদৃশ্য কিন্তু সাদৃশ্যগুলি প্রাসঙ্গিক, সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অনেক বেশি সম্ভাব্য। যেমন—মহিম আর ইব্রাহিম দুজনে একই কলেজে পড়ে, দুজনের বাবা একই অফিসে কাজ করে, দুজনে একই সঙ্গে চায়ের দোকানে আড্ডা মারে, একই সেলুনে চুল কাটে, একই সঙ্গে সিনেমায় যায় এবং একই কোম্পানীর কোল্ডড্রিংকস্ খায়। মহিম এবছর অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। সুতরাং ইব্রাহিমও এবছর অনার্স নিয়ে পাশ করবে। এ যুক্তির সিদ্ধান্ত খুবই দুর্বল। কারণ সিদ্ধান্তের পক্ষে সাদৃশ্যগুলি আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়। অনার্স নিয়ে পাশ করার সঙ্গে, চা-এর দোকানে আড্ডা মারা বা একই সেলুনে চুল কাটা ইত্যাদির আদপেই কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য দেখে যদি একই সিদ্ধান্ত করা হত; সিদ্ধান্ত অনেক বেশি সম্ভাব্য হত। যেমন—

মহিম ও ইব্রাহিম একই কলেজে পড়ে, একই টিচারের কাছে পড়ে, একই লেখকের লেখা বই পড়ে, বাড়িতে একই সময় দিয়ে পাঠাভ্যাস করে। মহিম অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। অতএব ইব্রাহিমও অনার্স নিয়ে পাশ করবে। এখানে সাদৃশ্যের সংখ্যা অনেক কম কিন্তু সিদ্ধান্ত আগেরটি অপেক্ষা অনেক বেশি সম্ভাব্য। সুতরাং বলা যেতে পারে হেতুধর্মগুলি সাধ্য ধর্মের অর্থাৎ অনুমিত ধর্মের পক্ষে যত বেশি প্রাসঙ্গিক হবে, সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাবে।

উপরের এই ছয়টি নিয়মের সাহায্যে একটি উপমাযুক্তির সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা অপেক্ষাকৃতভাবে বৃদ্ধি করা যায় ফলে সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বা মূল্য অর্থাৎ গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়।